দৈনিক সংবাদ

তারিখ নং AUG 21 1998

34

# মাদ্রাসা ছাত্ররা

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার আফগান ও পাকিস্তানি ছাত্ররা 'তালেবান' সরকারের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আফগানিস্তানের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। পাকিস্তানের কয়েকজন ধর্মীয় নেতাও অনুরূপ কথা বলেছেন।

এদিকে, গত সোমবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারতাজ আজিজ জানান যে, পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেক গ্রুপের সদস্যরা নাকি সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছে। তবে পাকিস্তানি মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নরত আফগান ছাত্রদের পাকিস্তান ত্যাগে বাধা দেয়া হবে কি না তা তিনি বলেননি।

পাকিস্তানের এই 'হৃদয় পরিবর্তনের' কারণ হিসেবে সারতাজ আজিজ বলেন, পাকিস্তান তার দেশের ছাত্রদের আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে উৎসাহ দেবে না বলে মধ্য এশীয় দেশসমূহ ও চীনকে আশ্বাস দিয়েছে। প্রসঙ্গত পাকিস্তানের মাদ্রাসা ছাত্ররা আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিভিন্ন মধ্য এশীয় দেশ ও ভারতের কাশ্মিরে 'তালেবান' মার্কা বিপ্লবের নামে সন্ত্রাস রপ্তানি করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো থেকেই আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তালেবানদের উন্মেষ বলে ধরে নেয়া হয়। এসব মাদ্রাসায় যে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয় না, তা দেখা গেল তালেবান সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা থেকে। পাকিস্তান কখনই স্বীকার করেনি যে, আফগান গৃহযুদ্ধে পাকিস্তান সৈনিকরা সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তালেবান বলে পরিচিত মাদ্রাসা ছাত্ররা কোথায় শিখলো তাদের যুদ্ধ করার কৌশল তার কোন স্বচ্ছ ব্যাখ্যা কেউ দেয়নি। বর্তমানে পাকিস্তান ছাড়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে অন্য কোন দেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি।

পাকিস্তানে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে আফগান গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। এদের অধিকাংশরই টাকা-পয়সা আসে বিদেশ থেকে। অনেক মাদ্রাসার ওপর পাকিস্তান সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বেনজির ভুট্টো সরকারের সময় কর্মকর্তারা এসব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিদেশী অর্থায়িত মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা পড়াশোনার বদলে সন্ত্রাস ও যুদ্ধাস্ত্রের ট্রেনিং পেয়ে থাকে। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ধাবিত হওয়া আবার প্রমাণ করলো এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

মধ্য এশিয়া ও চীনের মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোতে তালেবান মার্কা 'বিপ্লব'-এর আভাস পাচ্ছেন সেসব দেশের কর্মকর্তারা। এখন পর্যন্ত তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমিত আছে। আমাদের দেশেও অনেক তথাকথিত ধর্মীয় নেতা 'তালেবান বিপ্লব'-এর হুমকি দিচ্ছেন। এদের ক্ষমতার উৎস বিপথগামী মাদ্রাসা ছাত্ররা। বিদেশ থেকে এদের জন্য টাকা-পয়সা আসছে বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের নাকি সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করার মত কম জিনিসই শেখানো হয়। মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যবহার করে কেউ কেউ রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি আর অবহেলা করা ঠিক হবে না।

মাদ্রাসা ছাত্রদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে পাকিস্তানও মুক্ত থাকতে পারেনি। সেখানে ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে খুন ও সন্ত্রাস কোন কোন এলাকায় মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তালেবানদের এখন সবাই সন্দেহের চোখে দেখছেন। আফগানিস্তানে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা পাকিস্তান এখন বলছে মধ্য এশীয় দেশগুলোর চাপের মুখে। কিন্তু দুধ-কলা দিয়ে যে সাপ পাকিস্তান পুষে চলেছে, তা কি তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?